লাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০

## সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রায় ৬ বছর যাবৎ দেশের ছোট ও মাঝারী আকারের এনজিও এবং সিবিওদের অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে| এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মাদক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক, বাল্য ও বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে নানা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে| বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে| এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা গত এপ্রিল-জুন-২০১০ সময়কালের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে| এ নিউজ লেটার সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে|

## চেক বিতরণ

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাধারণত: ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে সহযোগী সংস্থার মধ্যে চেক বিতরণ করেন| তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হয়|

চিত্র: চেয়ারম্যান মহোদয় গত ২১/০৯/২০১০ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী সহযোগীতা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব হারুন-উর-রশিদ কে ৪র্থ কিস্তির অনুদানের চেক প্রদান করেন|

গত জুলাই ২০১০ হতে সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম কিস্তিতে ১৩৬টি এনজিও-কে চেক প্রদান করা হয়| চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত থেকে এনজিও-র

প্রধান নির্বাহীদের নিকট চেক গুলো হস্তান্তর করেন|

# সমন্বিত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রীমতি জ্ঞানোদাসী স্বাবলম্বী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বরেন্দ্র ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর সমন্বিত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানার অন্তর্গত হাজিনগর ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের আদিবাসী শ্রীমতি জ্ঞানোদাসী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন| শিবপুর নামক আদিবাসী গ্রামে ২০টি রবিদাস সম্প্রদায়ের আদিবাসী পরিবার বসবাস করে| অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁরা অনেক পিছিয়ে আছে| তাদের নিজস্ব কোন জায়গা জমি নেই| তাঁরা কৃষি ও ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে| এক সময়ে তারা নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করতো| তারা সমাজের নিকট ছোট জাত হিসেবে পরিচিত ছিল| এই সম্প্রদায়ের নিকট সহযোগী সংস্থার প্রকল্প কর্মী শ্রী নরেন মূর্মূ যান এবং প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন| এতে গ্রাম বাসী উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামটিতে গত ০২/০৪/২০০৮ তারিখে শিবপুর আদিবাসী ভূমিহীন শিমূল মিশ্র সমিতি সংগঠন করে| তাঁরা পর্যায়ক্রমে দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ইস্যুভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সচেতন হন| পরবর্তীতে তাঁরা ধীরে ধীরে নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা পরিত্যাগ করে বিকল্প পথ হিসেবে গাভী ও হাঁস-মুরগী পালন করেন এবং সবজী চাষ করেন ও আম গাছ লাগান|

চিত্র: জ্ঞানোদাসী নিজেই তাঁর গাভীর দুধ আহরণ করছেন|

এই দরিদ্র পরিবার গুলোর মধ্যে জ্ঞানোদাসী ও তাঁর স্বামী প্রকল্প কর্মীর সাথে পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি দিয়ে ২টি গর্ভবতী গাভী ক্রয় করেন| বর্তমানে গাভী পালনের মাধ্যমে তাঁদের পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে| তাঁদের দুই ছেলে দর্জির কাজ করছে| তাঁরা পরিবারের অন্যান্য বিষয় ভাবতে থাকেন| তাঁদের বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকায় তাঁরা ২০,০০০/- টাকা দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছেন| তাঁরা অনুভব করছেন যে, সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করলে পরিবারের উন্নতি করা সম্ভব নয়|

চিত্র: জ্ঞানোদাসী'র সবজির বাগান|

## প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে পরিচালিত মেহেরপুর জেলার অন্তর্গত মুজিবনগর থানায় অবস্থিত মানব কল্যাণ সংস্থা ১০টি স্কুলের মাধ্যমে ২৫০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করেছে|

wPÎ: cÖvK-cÖv wgK wk¶v

সকল শিক্ষার্থীরা বাংলা, ইংরেজী বর্ণমালা পড়া ও লেখার মাধ্যমে ছোট ছোট বানান বলা ও লেখা, যোগ-বিয়োগ, কবিতা, সংখ্যা গণনা, শরীর চর্চা ও ছবি অঙ্কন সম্বন্ধে অবগত হয়েছে এবং এসকল বিষয়ের উপর তাদের সমাপনী পরীক্ষা নেয়া হয়েছে| ফলে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে স্কুলে যাবার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে|

চিত্র: শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে মাসিক সভা |

প্রতিটি কেন্দ্রে শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে প্রতি মাসে অন্তত একবার অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়| সেখানে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার্থীদের কি চাহিদা, তাদের পছন্দের জিনিস কোন্ গুলো, কিভাবে তাদের পরিচালনা করা হলে কার্যক্রমকে আরো গতিশীল রাখা যাবে, অভিভাবকদের করণীয় কি এবং তাঁরা যাতে বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রাখেন ও শিক্ষার্থীরা যাতে স্কুলে অনুপস্থিত না থাকে সেজন্য অভিভাবকদের তাগিদ দেয়া হয়| বাংলাদেশের ছোট্ট একটি জেলা মেহেরপুর| এরই একটি উপজেলা মুজিবনগর যেখানে কোন শিল্প কলকারখানা নেই| এলাকার ৮০/৮৫ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে| শিক্ষার হারও খুবই কম| তাই সেখানে শিশু শিক্ষার মত কর্মসূচি চালু হওয়ায় শিশুরা তাদের জীবনের শুরুতেই বাড়ীতে অক্ষর জ্ঞান লাভের সুযোগ পাবে| ফলে ঐ শিশুর মানসিকতা পরিবর্তন হবে| তারা ভাল মন্দ বুঝতে শিখবে| সঠিক সময়ে তাদের লেখা পড়ার

সুযোগ সৃষ্টি হবে| এর মাধ্যমে অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিযোগীতার সুযোগ সৃষ্টি হবে| ফলে সেখানে এক নতুন দিগন্ত্ম উম্মোচিত হবে|

মেহেরপুর জেলার অন্ত্মর্গত মুজিবনগর থানার কেদারগঞ্জ গ্রামে অবস্থিত মানব কল্যাণ সংস্থা নামক এনজিওটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্ত্মবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে এ পর্যন্ত ৫টি কিস্তিতে মোট ৯.৫ লক্ষ টাকার অনুদান পেয়েছে|

চিত্র: স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে ছাগল বিতরণ করা হচ্ছে|

## ছাগল পালন কর্মসূচি

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাটি যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত| প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের বসত ভিটা ও আবাদী জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে| ফলে সেখানকার মানুষ শারীরিক পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল| অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর, অসংগঠিত ও দরিদ্র| কেউ বা ঠিকমত দু'বেলা খেতে পারে না| এসব বাস্তুহারা অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন| বগুড়ার 'রুরাল ডেভলেপমেন্ট ফাউন্ডেশন' (আর ডি এফ) এর সহায়তায় এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ও পরামর্শে সেখানে 'ছাগল পালন বিষয়ক কর্মসূচি' বাস্তবায়িত হচ্ছে| সেখানে তিন কিস্ত্মিতে ১৭৫ জনকে ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে একটি করে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে|

চরম দারিদ্রের মধ্যে একটি ছাগল তাঁদের কাছে অমূল্য সম্পদ বলে মনে হয়| অন্যান্য কাজের সাথে তাঁরা ছাগল গুলো দেখাশুনা করেন| পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে প্রায় সব ছাগল ২/৩টি বাচ্চা দেয়| এখন ভাঙ্গন এলাকার কিছু মানুষের মনে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছে| বাচ্চা গুলো বড় হতে থাকে অন্যদিকে ছাগলগুলো পুনরায় বাচ্চা দেয় | এভাবে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রথম কিস্তিতে যারা একটি ছাগল পেয়েছে তাদের এখন ১০/১৫ টি ছাগল| এই ছাগল গুলো এখন তাদের বিপদের এক মাত্র ভরসা| ছাগল প্রাপ্ত উপকারভোগীগণ তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে| অনেকে আবার ছাগল বিক্রির অর্থে কিনেছে হালের গরু, কেউবা দিয়েছে দোকান, আবার কেউ কেউ দিয়েছে মেয়ের বিয়ে| উদাহরণ স্বরূপ ঐ এলাকার বাসিন্দা মোছাঃ তইমুন বেগম ও মোছাঃ খোদেজা বেগম বিনামূল্যে একটি করে ছাগল পেয়ে এখন তাদেরই এক জনের ১০টি ছাগল ও একটি গরু| গ্রামে এসেছে স্বচ্ছলতার ছোঁয়া| এখন তারা অনেক সুসংগঠিত পারিবারিক বন্ধনে অবদ্ধ| নদী ভাঙ্গা-গড়ার মাঝে যাদের

বসবাস, সে সব দরিদ্র মানুষের জীবনে লেগেছে একটু সুখের ছোঁয়া|

চিত্র: উপকাভোগীদের মধ্যে ছাগল বিতরণের দৃশ্য |

## বিএনএফ এর পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ০৯ আগস্ট ২০১০ তারিখ সন্ধ্যে ৭.৩০ মিনিটে গুলশানের "লেক শোর হোটেল এন্ড এপার্টমেন্টস"-এর ইকেবানা হল রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়| এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস| সভায় ফাউন্ডেশনের বিগত বছরের কার্যক্রমের উপর প্রণীত প্রতিবেদন গ্রহণ, ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য অডিটর নিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে| সর্বোপরি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন সর্ব সম্মতভাবে গৃহীত হয়|

চিত্র: পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা

## ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সহযোগী এনজিও সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস গত ১২-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে কুমিল-া জেলা পরিদর্শন করেন| তিনি কুমিল-া জেলায় কর্মরত ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা সেবা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত সদর দক্ষিণ উপজেলা সফর করেন এবং উত্তর রামপুর, পদুয়ার বাজার হাইওয়ে গ্রামে "নারীর কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা " প্রকল্প পরিদর্শন করেন| তিনি গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারকে এ প্রকল্পের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে নারীর কর্মসংস্থান, হাইজিন বা স্বাস্থ্যসহ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

এবং শিশু শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান| নারীর কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পে নারীর কর্মসংস্থান হিসেবে নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫০টি ছাগল ও ২০টি সেলাই মেশিন বিতরণ, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ৭৬ সেট ল্যাট্রিন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৭টি কেন্দ্র বাস্ত্মবায়ন করছে| তিনি দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে অবগত করেন যে, নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সাথে এনজিও সমূহ কার্য সম্পাদন করলে সরকারের নিকট থেকে অধিকতর তহবিল সংগ্রহ সম্ভব হবে| সবশেষে তিনি সেবা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং নির্বাহী পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন| তিনি পরের দিন ১৩ সেপ্টেমর ২০১০ তারিখে কুমিল-া জেলার দু'টি সহযোগী সংস্থা সামাজিক সচেতনতা ও পল-ী উন্নয়ন কর্মসূচি (সার্ড) ও প্রত্যয়ন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচি সম্পর্কে নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করেন এবং দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন|

wPÎ: dvD‡Ûk‡bi †Pqvig¨vb‡K †mev gvbweK Dbœqb †K›`ª Gi wbe©vnx cwiPvjK ev¯Íevwq Z Kv‡Ri

# সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনিজও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক কে অন্ত্মর্ভুক্ত করত ১৭ জনের পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে| তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনের পর এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করত সংশি-ষ্ট এনজিও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রতিবেদন দেন| বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন পরবর্তী কিস্তির প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে| এ যাবৎ ৫৫০টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে তন্মধ্যে ৩৭টি সহযোগী সংস্থা পুনঃপরিবীক্ষণ করা হয়েছে| ৫৫০টি সহযোগীর সংস্থার পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্প ষ্ট হবে|

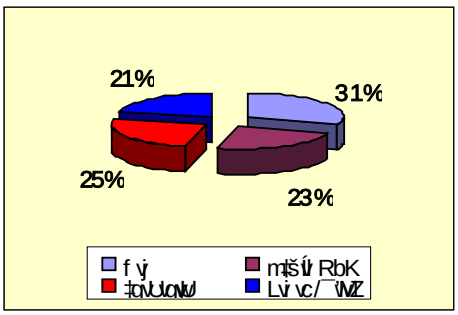


wPÎ: cwiex¶Y mswk-ó

## বিএনএফ এর ৪৯তম পরিচালনা পরিষদের সভা

গত ৩১ জুলাই ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন- এর সভা কক্ষে পরিচালনা পরিষদের ৪৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়| এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস| সভায় ফাউন্ডেশনের ৪৮তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়| ৪৯তম সভায় ফাউন্ডেশনের অফিস ভবন নির্মাণকল্পে প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা সমূহের বাস্তবায়িত কাজের মান অনুসারে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তির অনুদানের অর্থ বণ্টন করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়|

## ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জয়পুরহাট ও গাজীপুর জেলা সফর

গত ২ আগষ্ট ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ আবু তাহের খান জয়পুরহাট পৌঁছান এবং বেলা ০৩-০০ টায় জয়পুরহাটে অবস্থিত টিএমএসএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জয়পুরহাট জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ২১ সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন| আলোচনা কালে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের নানা রকম অসুবিধা সম্পর্কে তিনি অবহিত হন এবং ভালভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে তিনি অনানুষ্ঠানিক আলাপ করেন| সভা শেষে বিকেলে ০৪-০০ টায় জয়পুরহাট জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি বা "র‍্যাক" নামক সহযোগী সংস্থার অফিস পরিদর্শন করেন এবং নির্বাহী প্রধান ও কর্মীদের সঙ্গে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা কালে তাঁদের খাতা-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের অনুরোধ জানান|

wPÎ: RqcyinvU †Rjvi 21wU mn‡hvMx ms¯'vi wbev©nx cÖavbM‡Yi mv‡_ dvD‡Ûk‡bi

গত ২১ জুলাই ২০১০ তারিখে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গাজীপুর সদরে অবস্থিত বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট বা বাসা নামক সহযোগী সংস্থার সদর কার্যালয়ে গাজীপুর জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ৮ সহযোগী

সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন| আলোচনা কালে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের নানা রকম অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হন এবং ভালভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে তিনি অনানুষ্ঠানিক আলাপ করেন| সভা শেষে বেলা ১২-০০ টায় কাপাসিয়া উপজেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা আলাপ নামক এনজিওর অফিস পরিদর্শন করেন| 'আলাপ' এর নির্বাহী পরিষদ ও কর্মীদের সঙ্গে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনাকালে তাঁদের খাতা-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের অনুরোধ জানিয়ে বেলা ০২-০০ টায় কাপাসিয়া উপজেলাস্থ টোক ইউনিয়নের বীর উজুলী গ্রামের আবদুল আলী সেবাশ্রম পরিদর্শন করেন|

## আমি প্রতিবন্ধী মিনা বলছি.....

আমি মিনা খাতুন, একজন শারিরীক প্রতিবন্ধী রাজশাহী জেলার হরিয়ান ইউনিয়নের মলি-কপুর গ্রামের এক অতি দরিদ্র পরিবারের মৃত তোফাজ্জেল হোসেনের কন্যা| আমার মা গ্রামীণ সমাজের একজন অবহেলিত নারী| সে বাসা বাড়ির কাজ করে কোন রকমে সংসার চালায়| আমি অনেক কষ্টে দারিদ্রের মধ্যেও নিজের প্রতিবন্ধীতা উপেক্ষা করে গ্রামের স্কুল থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করি| কিন্তু দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়| আমি আমার নিয়তিকে মেনে নিই| কিন্তু আমার প্রবল আগ্রহ ছিল লেখাপড়া করে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা| আমি জানতাম লেখাপড়া করলে কোন না কোন এক সময় সমাজের কিছু একটা করা যাবে| কিন্তু আমার সামর্থ্য ছিল না| তাই আমি আশাহত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলাম|

আমার জীবনের স্মৃতিময় দিন ২০ জুলাই ২০০৬| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগীতায় আমার লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা 'লেডিস অর্গানাইজেশন ফর সোসাল ওয়েলফেয়ার বা লফস' বহন করতে শুরু করে| শুরু হয় আমার দ্বিতীয় জীবন| আমি প্রতিবন্ধীত্ব ও দরিদ্রতাকে জয় করে ২০১০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় এম. আর. কে. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মানবিক শাখায় জিপিএ ৩.১৯ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি| বর্তমানে আমি এম.আর.কে কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী| আমার শিক্ষা জীবনের পথ চলার সহযোগী বন্ধু বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সংস্থা 'লফস'| এই সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতায় শুধু আমার শিক্ষা জীবন নয়, বরং আমার মানসিক ও শারিরীক বিকাশ সম্ভব হয়েছে|

Qwe t wgbv LvZzb|

এখন গ্রামের অনেকে আমার কাছে বিভিন্ন পরামর্শের জন্য আসে এবং তাদের সুখ দুঃখের কথা বলে | আমিও তাদের বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করার চেষ্টা করি| আমি আরও লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই এবং সারা জীবন মানুষের সেবা করতে চাই| সামান্য সহায়তা পেলে একজন দুঃস্থ প্রতিবন্ধীও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে| তাই আমি সবাইকে বলব আপনাদের একটু সাহায্য আমাদের দেশকে বদলে দিতে পারে| আপনাদের সকলের সহায়তায় দারিদ্র নামক কীট আমাদের দেশে আর থাকবে না|

## চরাঞ্চলে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (সিডিও) গত ৩০/০৩/২০০৮ থেকে ১৮/০৮/২০১০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে পর্যায়ক্রমে ৪ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে| সিডিও নামক সংস্থাটি অনুদান প্রাপ্ত হয়ে এপ্রিল ২০০৮ হতে চরাঞ্চলে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে| সংস্থার কর্ম এলাকা সিরাজগঞ্জ জেলার চরাঞ্চলের ৩টি ইউনিয়নের (খোকসাবাড়ি,বেলকুচি সদর ও সাদিয়া চাঁদপুর) ১৬টি গ্রাম |

বাংলাদেশ সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (গরষষবহহরঁস উবাবষড়ঢ়সবহঃ এড়ধষু গউএ) ঘোষণা করেছে| ঘোষিত ৮টি লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে দু'টি হচ্ছে মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা| তাই গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ব সেবা ও নিরাপদে প্রসব নিশ্চিত করতে পারলে এবং প্রসবোত্তর সেবা নিশ্চত করতে পারলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা সম্ভব| এতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (গউএ) অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে|

সিরাজগঞ্জ জেলার চরাঞ্চলের মানুষ মৌলিক চাহিদা সমূহ পুরণের ক্ষেত্রে অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত| তারা যে সকল মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত তার মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা অন্যতম| সংস্থাটি এই চরাঞ্চলে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির মাধ্যমে যে সেবা গুলো প্রদান করছে তার মূল উদ্দেশ্য হল- কর্ম এলাকায় মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার কমিয়ে আনা| সিডিও কর্ম এলাকাভুক্ত চরাঞ্চলের ইউনিয়ন গুলোতে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট স্থানে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করে থাকে| আয়োজনকৃত স্যাটেলাইট ক্লিনিক থেকে প্যারামেডিকস বা ডাক্তার দ্বারা গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের চেকআপ সহ প্রসব পূর্ব ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান করা হয়|

চিত্রঃ গর্ভবর্তী ও প্রসূতি মায়েদের চেকআপ সহ প্রসব পূর্ব সেবা প্রদান করা হচ্ছে|

কর্মসূচির আওতায় রক্তশূন্যতা, অপুষ্টি ও অন্যান্য সাধারণ রোগে আক্রান্ত গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে|

তাছাড়া চরাঞ্চলে বসবাসকারী দুঃস্থ, দরিদ্র, এতিম ও প্রতিবন্ধী, অসুস্থ শিশু ও মহিলাদের বিভিন্ন রোগের (যেমন- অপুষ্টি, নিউমোনিয়া, রজঃকালীন সমস্যা, ডায়রিয়া, আমাশায়, প্রদাহ, জ্বর, রক্তশূন্যতা গ্যাস্ট্রিক ইত্যাদি) চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে|

চিত্রঃ ডাক্তার শিশুদের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন|

সিডিও কর্ম এলাকাভুক্ত চরাঞ্চলে ৩টি ইউনিয়নে ৪জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাই নিয়োগ করেছে| তারা কর্ম এলাকায় মাতৃ ও শিশু মৃত্যু রোধে নিরাপদ প্রসবের জন্য গর্ভবর্তী ও প্রসূতী মায়েদের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা সহ নিয়মিত ফলো-আপ সেবা প্রদান করছে| সংস্থাটি এ পর্যন্ত ১০১২ জন গর্ভবতী মায়ের প্রসবপূর্ব সেবা, ৫৪৫ জনকে প্রসবোত্তর সেবা, ৬৫৬ জনকে নিরাপদ প্রসব ব্যবস্থা করেছে ও ৫৮৫৮ জন দুঃস্থ, দরিদ্র, এতিমদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ প্রদানসহ মোট ৮০৭১ জনকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে|

চিত্রঃ ডাক্তার রোগীর ওজন পরীক্ষা করছেন|

চরাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণ করার ফলে তাদের চিকিৎসার জন্য বাড়তি খরচ করতে হয়না এবং তারা সুস্থ্যভাবে জীবন যাপন করছে যা দরিদ্রতা কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে| তাছাড়া সরকার দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) বিভিন্ন লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে| সুতারং চরাঞ্চলে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে| এ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের

(পিআরএসপি) লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে|

চিত্রঃ দরিদ্র মহিলাদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে|

## একজন সফল নারীর কাহিনী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা "চেষ্টা" নামক এনজিওর সহায়তায় বেগম ছালমা খাতুন আম চাষে আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কেঁচো সার ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার ঘটিয়ে আমের ফলন দ্বিগুণ করে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন|

বেগম ছালমা খাতুন যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার চাকলা (স্বরূপপুর) গ্রামের একজন বাসিন্দা| তিনি ২০০৮ সালে বসত বাড়ীর পাশে ২৫ শতাংশ জমিতে নিয়মিত ফলনযোগ্য আম্রপালি জাতের ৫০টি আম গাছের বাগানটি লিজ নেয়ার পর ২০০৯ সালে ৫০টি গাছে ৬০০ কেজি আম পান| ফলে লাভের আশায় ইজারাকৃত আম বাগানটি থেকে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পর সে বছরে তেমন লাভবান হতে পারেননি|

ঐ বছরে তিনি জানতে পারেন যে, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানের অর্থে "চেষ্টা" নামক এনজিও আম চাষের উপর বিভিন্ন আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে| তাই তিনি আমের কচিপাতা কাটা, পাতায় বিভিন্ন ছত্রাক লাগা, আমের আঁটি বাঁধার পূর্বে আমের নিচের দিকে পোকার আক্রমণে ছিদ্র করা, আমের গুটি ঝরা, আমের ফলন বাড়ানো যায় কিভাবে, আম গাছে রেখে কোন্ সময়ে বিক্রি করলে বেশি মূল্য পাওয়া যাবে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, ফল সংগ্রহ করার পর পরই সার প্রয়োগ এবং ফল ধরা বোঁটাগুলি ভেঙ্গে দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন| প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি তিনি আম সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং চাষীরা কিভাবে বেশি লাভবান হতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন|

চিত্রঃ বেগম সালমা খাতুন ও তাঁর স্বামী আমের মুকুল আসার আগে পরিচর্যা করছেন|

চিত্রঃ আমের মুকুল পরীক্ষা করছেন|

চিত্রঃ আম প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণের দৃশ্য|

তিনি প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে ২০১০ সালে একই বাগান থেকে ১,৪০০ কেজি আম পান| যার বাজার মূল্য ছিল ৩০/- কেজি হিসেবে ৪২,০০০/- (বিয়ালি-শ হাজার) টাকা| যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ২৪,০০০/- টাকা বেশি | তাঁর বাড়তি আয়ে সংসারের স্বচ্ছলতা আসার পাশাপাশি সন্তানদের লেখাপড়া এবং স্বাস্থ্য সেবার পিছনে ব্যয় করার সুযোগ হয়েছে|

"চেষ্টা"-র অগ্রগণ্য কর্মসূচি ফলন্ত আম গাছের পরিচর্যা কার্যক্রম ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরী হয়েছে| প্রাচীন ধারণার আম চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রসার ঘটিয়ে আমের ফলন বৃদ্ধি পাওয়ায় আম চাষী, আম ব্যবসায়ী, আম চাষে নিয়োজিত শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যম আম চাষে সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানের অর্থে চেষ্টার কর্মসূচি চলমান রয়েছে|

## জীবনমুখী শিক্ষার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহয়তায় গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টা দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার মুর্শিদহাট ও রনগাঁও ইউনিয়নের প্রায় ১০টি গ্রামে 'জীবনমুখী শিক্ষার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন' নামক এক বাস্ত্মবধর্মী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমাজে তথা পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে| গ্রামের অধিকাংশ মহিলারা দরিদ্র এবং অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত| আয় রোজগার করে সংসার পরিচালনায় অংশ নিতে পারে এমন যোগ্য লোক নেই বললেই চলে| কিন্তু বর্তমান প্রশিক্ষণ ও বিনা মূল্যে উপকরণাদি বিতরণ কার্যক্রমে (সেলাই প্রশিক্ষণ, হাঁস-মুরগী পালন, নার্সারী উন্নয়ন, গাভী ও ছাগল পালন, সবজি চাষ ইত্যাদি) নারীরা অংশগ্রহণ করায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি

হয়েছে এবং তারা পরিবারের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করছে| তাঁদের দেখাদেখি অন্যরাও অগ্রসর হচ্ছে| এলাকায় অত্র সংস্থা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের গ্রহণযোগ্যতা ও সুনাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে|

গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টা এনজিওটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ১৫/০৯/২০১০ পর্যন্ত ৪টি কিস্তিতে মোট ৭ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে|

চিত্র: গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে হাঁস-মুরগী বিতরণ করা হচ্ছে|

অনুদানের অর্থে এনজিওটি ১০০ জন মহিলাকে ৩ দিনের ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও ২০ জন মহিলাকে একটি করে ছাগী প্রদান করেছে| ছাগীগুলো ইতোমধ্যে বাচ্চা দেয়া শুরু করেছে| ১৮০ জনকে হাঁস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রত্যেককে হাঁস অথবা মুরগী প্রদান করা হয়েছে| সেগুলো এখন নিয়মিত ডিম দিচ্ছে|

গাছের চারা ও নার্সারী উন্নয়নে ১৬০ জন মহিলাকে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে ৮০ জনকে ৪টি করে চারা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ২টি ফলদ ও ২টি বনজ গাছের চারা| সবজি বীজ ও শাক-সবজি চাষ বিষয়ের উপর ৮০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন | তাঁরা প্রত্যেকে ৩/৪ রকমের সবজি বীজ পেয়েছেন| সবজি চাষে তেমন জায়গার প্রয়োজন হয় না বিধায় অল্প জায়গার মধ্যে এ সব আবাদ করে সকলেই লাভবান হচ্ছেন|

চিত্র: গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে ২টি করে ফলদ ও বনজ গাছের বিতরণ করা হচ্ছে|

১৪০ জনকে ৭টি ব্যাচে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণাদি সরবারাহ করা হয়েছে| সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে| এখন তাঁরা ঘরে বসে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে তাঁদের পরিবারকে সাহায্য করছেন|

চিত্র: সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে|

গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণে ৮০ জন মহিলাকে ২দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়| গরু কিভাবে তাড়াতাড়ি মোটা হয়, কখন কোন্ খাবার দিতে হবে, কোন্ টীকা কোন্ সময় দিতে হবে, গরুর বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে তাঁরা তাদের গৃহপালিত গরু গুলোকে সঠিক ভাবে প্রতিপালিত করতে সক্ষম হচ্ছেন|

অনেকে আবার গরুর খামার তৈরী করে লাভবান হচ্ছেন| তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক প্রায় ১২০টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যার উপকার ভোগী প্রায় ২০০০ জন| সমাজের অর্ধেক নারী| এদেরকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা জরুরী| এতে তাঁরা পরিবার তথা সমাজের বোঝা না হয়ে কর্মী হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন| তাঁদের দক্ষ কারিগর করে গড়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টা নারীদের জীবনমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাবলম্বী করে তুলেছে| ফলে তাঁদের পরিবার, সমাজ তথা দেশ অগ্রসর হচ্ছে|

চিত্র: গ্রামীণ মহিলাদেরকে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে|

## জুলেখার সুখের সংসার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কাজের ডাক নামক এনজিও কর্তৃক পরিচালিত ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরণ কর্মসুচি থেকে বেগম জুলেখা ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং বিনামূল্যে একটি ছাগল পেয়ে তাঁর সংসারে এখন সূখের ছোঁয়া লেগেছে|

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার পূর্ব বজরা গ্রামে বেগম জুলেখা জন্ম গ্রহণ করেন| তাঁর নিজের ইচ্ছায় গ্রামের স্কুল থেকে প্রাইমারী পাশ করেন| তাঁর ইচ্ছা ছিল নিজে কিছু করে পিতা-মাতাকে সাহায্য করবেন| কিন্তু তা তাঁর হল না| পরিণত বয়সে প্রবেশের আগেই তাঁর বিবাহ হয়| অল্প বয়েসে তার সন্তান হয়| স্বামী একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী| তাঁর সামান্য আয়ে সংসার চালানো দায় | তার উপর তিনি সন্তানের মা হয়েছেন | তাঁর ছোট বেলার স্বপ্ন ছিল সংসারের জন্য কিছু একটা করা কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি| কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি|

বেগম জুলেখা |

একদিন তিনি খবর পান যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহতায় কাজের ডাক নামক বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থা বিনা মূল্যে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে| তিনি নিজে যোগাযোগ করে সেখান থেকে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং বিনামূল্যে একটি ছাগল পান| ফলে তিনি সান্তনা পান যে, এবার তিনি তাঁর সংসারের জন্য একটা কিছু করতে পারবেন| প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে তাঁর পরিচর্যা ও যত্নে লালন পালন করা ছাগলটি দু'টি করে বাচ্চা দেয়ায় তাঁর চোখে মুখে হাসি ফোটে| পরবর্তীতে বাচ্চা দু'টিরও বাচ্চা হয়েছে|

বর্তমানে তিনি মোট সাতটি ছাগলের মালিক | তিনি ৭টি ছাগল থেকে চারটি ছাগল ১২,০০০/- টাকায় বিক্রি করে তাঁর স্বামীর ব্যবসায়ে সহায়তা করেছেন| স্বামীর ব্যবসার মূলধন বাড়াতেই তাঁর আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়| আগে তাঁর স্বামী দিনে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা আয় করতেন| এখন ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় করেন| তাঁদের সংসারে সোনালী দিন শুরু হয়েছে| তাঁরা সন্তানদের স্কুলে পাঠান| বেগম জুলেখা এখন সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁর নিজের লেখাপড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান| তাঁর এই সাফল্য দেখে গ্রামের অনেক নারী ছাগল পালনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন| তাঁর এ সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও কাজের ডাক সংস্থার নিকট তিনি কৃতজ্ঞ|

# কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশি-ষ্ট প্রশিক্ষণ

অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী এনজিওসমূহ দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে যাতে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে সে বিষয়টির প্রতি অত্র ফাউন্ডেশন যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে| সহযোগী এনজিও গুলোর অধিকাংশই ছোট এবং কম অভিজ্ঞতা সম্প ন্ন| সেজন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী এনজিও গুলোর প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ কর্মীদেরকে হিসাবরক্ষণ/তহবিল ব্যবস্থাপনা,ঙৎমধহব্রধঃরড়হধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ গধহধমবসবহঃ এবং ঙৎরবহঃধঃরড়হ ড়হ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চধপশধমব ডধু ড়ভ ওসঢ়ষবসবহঃধঃরড়হ বিষয়ের উপর এযাবৎ ১৬২৫ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে| ২৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে মনিটরিং ও ইভ্যালূশন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষককের প্রশিক্ষণ (টিওটি) প্রদান করা হয়| আগামী ২৪ অক্টোবর ২০১০ তারিখ থেকে সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের জন্য তদারকী বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হবে|

চিত্র: প্রশিক্ষককের প্রশিক্ষণ (টিওটি) বিষয়ক উদ্বোধনী

# বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের জুনিয়র নির্বাহী অফিসার (আইটি) পদে যোগদান|

জনাব সুপ্রিয় দেব পুরকায়স্থ গত ০৪ আগস্ট ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের জুনিয়র নির্বাহী অফিসার (আইটি) পদে যোগদান করেছেন|

**সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় ঃ** মুহম্মদ আবু তাহের খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ), ৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২|
†dvbt 88-02-9888116, 9880230, 9883139, d¨v·t 88-02-8837149, B-†gBj: bnf@bdmail.net I‡qe mvBU: www.ngofoundation.org.bd